দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

26

ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর ইসলামী ভার্সিটির ভিসি লাঞ্ছিত হয়ে পদত্যাগপত্রে সই করলেন

ইঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত অচলাবস্থার প্রায় ২ মাস পর তালা ভেঙ্গে ক্যাম্পাসে প্রবেশের মাত্র ১০ ঘন্টা ব্যবধানে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোঃ ইনামুল হক পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে গতকাল (রবিবার) ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছেন। ভাইস চ্যান্সেলরের ক্যাম্পাসে প্রবেশকে কেন্দ্র করে তাঁর সমর্থকদের সাথে ছাত্রলীগের এক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ১০/১২ রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়। এতে ৬ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছে। বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা গত ২৬ জুন হতে অবিরাম ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইনগেট, প্রশাসনিক ভবন, একাডেমী ভবন এবং ভিসি অফিসে তালা ঝুলছে। দীর্ঘ ৫২ দিন পর ভাইস চ্যান্সেলর একজন কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে গতকাল বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে মেইনগেটে আসার সাথে সাথে ভিসির পক্ষ অবলম্বনকারীরা মেইনগেটের তালা ভেঙ্গে ফেলে। এ সময় উপস্থিত ছাত্রলীগ কর্মীরা বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাদের ধাওয়া করে। জানা যায়, ভিসি এসব বহিরাগত সমর্থকদের সহযোগিতায় ভিসি অফিসেরও তালা ভেঙ্গে অফিসে প্রবেশ করে ফাইল ওয়ার্ক শুরু করেন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা সংগঠিত হয়ে ভিসির কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলে ভিসির সমর্থকদের সাথে ছাত্রলীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে ১০/১২ রাউন্ড গুলী বিনিময় ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মী সুমিত, মুকুল, মৃদুল, মাসুদ, কামরুল ও রবিউল আহত হয়।

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ইসলামী ভার্সিটির ভিসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভাইস চ্যান্সেলর ক্যাম্পাসে প্রবেশের খবর ছড়িয়ে পড়লে হল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে শত শত ছাত্র-জনতা সংঘবদ্ধ হয়ে ভিসি অফিস ঘিরে ফেলে। ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। উত্তেজিত ছাত্র-জনতা ভিসির গাড়ী, অফিস এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভাংচুর করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ভিসির কার্যালয়ে প্রবেশ করে জোরপূর্বক ভিসিকে বের করে নিয়ে আসে। ভিসি অফিস থেকে হেঁটে মেইনগেট পর্যন্ত যাওয়ার সময় উত্তেজিত ছাত্র-জনতা ভিসির উপর চড়াও হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শী জানায়। এসময় তারা ভিসি এবং সেকশন অফিসার নওয়াব আলীকে কিল, ঘুষি দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়। শত শত বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে মারমুখী হয়ে ভিসির দিকে দৌড়ে আসতে থাকে। ছাত্র লীগ এবং ছাত্র শিবির নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে তিনি কোনরকম প্রাণে বেঁচে যান। প্রায় ১৫ মিনিট যাবত টানা-হেঁচড়া চলতে থাকলে অবস্থা বেগতিক দেখে ভিসি পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে ভাঙ্গা গাড়ীতেই চাপের মুখে কুষ্টিয়ার পরিবর্তে ঝিনাইদহের দিকে অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করেন। ভিসির পদত্যাগ এবং ক্যাম্পাস ত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্র লীগ, ছাত্র শিবিরসহ ছাত্র-জনতা বিজয় মিছিল করে। পরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, এ বিজয় সকল ছাত্র-জনতার। ভিসির ক্যাম্পাস ত্যাগের মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন সফল হল। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে ছাত্র লীগ সহ-সভাপতি সেলিম আহম্মেদ বাদল, মীর মোর্শেদ, মোঃ রবিউল প্রমুখ ছাত্রনেতা বক্তব্য রাখেন। ইসলামী ছাত্র শিবিরও ক্যাম্পাসে বিজয় মিছিল শেষে এক সমাবেশ করে। বক্তাগণ বলেন, বর্তমান ভিসির সাথে শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় দীর্ঘ ২ মাস যাবত অচলাবস্থা সত্ত্বেও তিনি কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি। বর্তমান সরকার চায় না এদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থাকুক। সমাবেশে মোঃ নজরুল ইসলাম, রবিউল বাশার, ওবায়দুর রহমান, ফখরুল ইসলাম প্রমুখ ছাত্রনেতা বক্তব্য রাখেন। শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইঃবিঃ শিক্ষক সমিতি কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। গতকাল শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দীর্ঘ ২ ঘন্টা আলোচনা হলেও কোন ফলপ্রসু সমাধান হয়নি। শিক্ষক সমিতি বর্তমান ভিসির অপসারণের জোর দাবী জানালেও শিক্ষামন্ত্রী বর্তমান ভিসিকে আরো ২ মাস রাখতে আগ্রহী হওয়ার এক পর্যায়ে শিক্ষক সমিতি আলোচনা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। শিক্ষামন্ত্রীর উক্ত সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ।

এদিকে ভাইস চ্যান্সেলরের ক্যাম্পাস ত্যাগের পর মেইনগেভসহ বিভিন্ন গেটে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।